যুগান্তর

MAR 05 2002

ডা. এস এ মালেক

ভাষা আন্দোলনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও

মাতৃভাষার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ প্রত্যেক জাতিরই রয়েছে। তবে বাঙালি জাতির ব্যাপারটা সত্য সত্যই ভিন্ন। মায়ের ভাষায় কথা বলার জন্য জীবন উৎসর্গ করা এবং সেই কথা বলার অধিকার ক্রমান্বয়ে জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার অধিকারে রূপান্তরিত করার সুযোগ কম জাতির পক্ষেই ঘটেছে। ভাষা আন্দোলন না হলে স্বাধীনতা আন্দোলন সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ। ভাষা জাতীয়তাবাদী চেতনার একটা বিশিষ্ট উপাদান। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদী চেতনা সৃষ্টিতে যেমন ভাষার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে তেমনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও বিশেষ অবদান রয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটটা একটু স্বতন্ত্র। ভাষা এখানে প্রায় একই উপাদান হিসাবে কাজ করেছে আমাদের জাতীয়তাবাদী চেতনা সৃষ্টিতে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করতে। ভাষাই আমাদের ধর্মীয় বাধার প্রাচীর গুঁড়িয়ে দিয়ে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে বাঙালি হিসাবে এক জাতিসত্তায় মিলন ঘটিয়েছে। আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য।

মহান ভাষা আন্দোলন তাই আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সোপান। আমরা বাঙালি বলেই বাংলা ভাষায় কথা বলার অধিকার সংরক্ষণ করার জন্য রক্ত দিয়েছি, আর ওইভাবে রক্ত দিতে পেরেছিলাম বলেই আজ আমরা স্বাধীন জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছি।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন তাই শুধু মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনই ছিল না। শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক বলয়ে এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল না। আন্দোলনের একটা সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল। ভাষা আন্দোলন একদিকে তাই যেমন সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ঠিক একইভাবে, এটা একটা জাতিসত্তার মহাজাগরণ। স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনই বলি, ছয় দফা ও ১১ দফার আন্দোলনই বলি, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচন ও '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের কথাই বলি– ভাষা আন্দোলন ছিল এসব ধারাবাহিক আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়।

ভাষাকে আশ্রয় করেই আমাদের সুপ্ত জাতিসত্তার প্রাথমিক বিকাশ ঘটে। আমরা বাঙালি, বাংলা আমাদের মায়ের ভাষা, মায়ের ভাষায় কথা বলার আকাঙ্ক্ষাই আমাদের ধর্মীয় পার্থক্য অগ্রাহ্য করে একটা সাধারণ জাতিসত্তার বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার এই সাংস্কৃতিক বন্ধনকে ধ্বংস করার জনাই প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদী শক্তি বারবার আঘাত হেনেছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদকে দুর্বল করার জনাই এটা করা হয়েছে। লক্ষ্য, স্বাধীনতার ভিতকে দুর্বল করা। ১৯৭০ সালে রাজাকার, আলবদর, আলশামসরা দখলদার বাহিনীর সহযোগিতায় পাকিস্তানকে অটুট রাখতে চেয়েছিল। মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী সেই জামায়াত-শিবির মৌলবাদী চক্রই আমাদের জাতীয়তাবাদের ভিতকে দুর্বল করে স্বাধীনতা নস্যাৎ করতে চাইছে।

মুসলমানরা মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করে, হিন্দুরা মন্দিরে গিয়ে আরাধনা করে, খ্রিস্টানরা গীর্জায়, বৌদ্ধরাও মন্দিরে যায় একই লক্ষ্যে, কিন্তু বাঙালি হিসাবে তারা সবাই একই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, একই জাতিসত্তার বন্ধনে তারা নিবিড়ভাবে আবদ্ধ। দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে ধর্মীয় কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালি যে ইস্পাত কঠিন ঐক্যে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে বারবার এটা প্রমাণিত হয়েছে।

ধর্মের ব্যাপারে বাঙালি প্রায় নিরপেক্ষ। নিরপেক্ষতা বলতে বাঙালি ধর্মহীনতাকে বুঝে না, যার যার ধর্ম সহাবস্থানের নীতিভিত্তিক সে পালন করে চলেছে। এ ব্যাপারে বিরোধ সৃষ্টির প্রয়োজন তারা অনুভব করে না। মসজিদের আজান ধ্বনির সঙ্গে মন্দিরের ঘণ্টা ধ্বনির কোন বিরোধ নেই। আরাধনার লক্ষ্যবস্তু একই, ধর্মান্ধ প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী সব বিরোধের জন্ম দেয়।

ধর্মভিত্তিক জাতি ও রাষ্ট্র সৃষ্টির কুফল তারা সুদীর্ঘ ২৩ বছর ভোগ করেও প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক ধারাকে অব্যাহত রাখতে চায়। স্বাধীন বাংলাদেশকে তারা একটা সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করতে চায়। সেই একাত্তর থেকে তারা একই প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। এ কারণেই ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টে তারা জাতির জনককে হত্যা করেছে ও হত্যার পর প্রতিক্রিয়ার ধারায় দেশ ও জাতিকে পরিচালিত করেছে।

> একুশ তাদের নয় যারা বাঙালিকে বাংলাদেশীতে রূপান্তরিত করেছে, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে বাংলার আকাশ বাতাস বিষাক্ত করেছে। একুশ তাদের হতে পারে না যারা বাঙালি জাতিসত্তায় বিশ্বাস করে না। একুশ তাদের নয় যারা সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে বাঙালি হিসাবে আপন করে নিতে রাজি নয়।

১৯৭১-এ সুদীর্ঘ ২৩ বছরের সংগ্রামের ফসল হিসাবে যা কিছু আমরা অর্জন করেছিলাম গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও মহান স্বাধীনতা তার সব কিছু আজ হুমকির সম্মুখীন। ক্ষমতাসীনরা এখন '৪৭-এর চেতনায় ফিরে যেতে চায়। ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৯৬ এই সুদীর্ঘ ২১ বছর তারা বাঙালি জাতিকে পাকিস্তানি ধারায় ফিরিয়ে নেয়। এই সুদীর্ঘ সময়ে মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত মূল্যবোধসমূহ একে একে বিসর্জিত হয়। সামরিক শাসনের ছত্রছায়ায় প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক স্বাধীনতাবিরোধী গোষ্ঠী তাদের

রাজনীতিকে দ্রুত এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়।
সালে যে বিরাট পরিবর্তন ঘটে বঙ্গবন্ধু
হাসিনা সুদীর্ঘ ২ দশক সংগ্রামের
গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়
অধিষ্ঠিত হয়ে দেশ ও জাতিকে আবার
বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও অসাম্প্রদায়িক
ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। দেশ
প্রতিক্রিয়ার ধারা থেকে প্রগতির ধারায়
আসে। '৯৬-২০০১ সাল পর্যন্ত এই ধাপে
পরিচালিত হয়।
মাত্র পাঁচ বছরে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ
করতে সক্ষম হয়, অর্থনীতি, সমাজ
নবদিগন্তের
হয়।
মুক্তিযুদ্ধে
মূল্যবো
আবার
হয়। মুক্তি
তাদের মর্যা
পায়।
বঞ্চিত
কল্যাণে রা
নিয়োজিত
দেশ দ্রুত
পথে এগি
স্বাধীনতা
গণতন্ত্রের
ভাল করে
সক্ষম হয়
হাসিনা আর
ক্ষমতাসীন
প্রতিক্রি
মৌল
স্বাধীনতা
চক্রের
চির অবসা
যে কারো
মরিয়া হ
আন্তর্জাতিক
সহযোগিত
স্বাধীনতাবিরোধীদের সঙ্গে আঁতাত ক
ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অন্যায় ও অনৈতিক
অক্টোবরের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আবা
গ্রহণে সক্ষম হয়। সেই থেকে আবার
প্রতিক্রিয়ার পথে যাত্রা। দ্রুতগতিতে দে
চলেছে এখন সে পথে।
মুক্তিযোদ্ধারা অপমানিত, লাঞ্ছিত, বহিষ্কৃ
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে। ইতিহাস
অপচেষ্টা আবার শুরু হয়েছে। স্বয়ংভর
পরিহার করে দেশকে আবার পরনির্ভরশী
প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। শোষিত-বঞ্চিত
কল্যাণে রাষ্ট্রশক্তিকে নিয়োজিত না করে মু
স্বার্থ রক্ষার্থে সেই পঁচাত্তর-পরবর্তী পর্যায়ে
ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে। অবাধ ও নিরপেক্ষ
মাধ্যমে যাতে করে ক্ষমতা হস্তান্তর হতে

জরুরী নিয়োগ

পড়াব

পড়াব : স্ট্যান্ডার্ড (ওয়ান-ফাইভ); ৫
শ্রেণী; এসএসসি ও এইচএ
গণিত, ইংলিশ, একাউন্টিং, পরিসং
অর্থনীতিসহ। সাকিবুল/চপল (বি
বিঃ) # ৯৫৫৬৩৫৪। সি-৩৩৯৬
পড়াব : বুয়েট স্টুডেন্ট (কম্পিউটার
বর্ষ) ৫ম-দ্বাদশ স্ট্যান্ডার্ড ওয়ান
ও/এ লেভেল। বাবু, (৯৮৮৬২
৮৮৬৪৯৩)-১৫৫। সি-৩৩৯৭
পড়াতে চাই : (৬ষ্ঠ-দ্বা
(নটরডেমিয়ান) গণিত, পদার্থ, রস
বায়োলজি, ইংরেজীতে অধিক না
এমএসসি।
৩৫১৯৭২, এক্স-১১০। সি-৩৩৯২
পড়াতে চাই : ৭ম-১০ম ইংরেজী গ
পদার্থ রসায়ন জীব ১৫ বৎসরের অ
স্কুল শিক্ষক বোর্ড পরীক্ষক এমএ
এমএড আজম ৯৩৩৭৮১২। সি-৩৯
পড়াব : ডবলস্টার, এক্স-নটরডেমি
ইএ (ফার্স্ট ডি.) বিবিএ, বাংলা
ইংরেজী মাধ্যম (৫ম-১২) শুধু ইং
পর্যন্ত, ওড : ৮১২৩৯০৭। সি-৩৩৯
পড়াতে চাই : প্রথম-এইচএসসি/ না
"ও" "এ"/ ইংরেজী/
একাউন্টিংসহ অলসাবজেক্ট। ১০
২০০০/- রাহাত-বুয়েট/
বিশ্ববিদ্যালয় টেলিফো
১১৯৩২২০৭৮। সি-৩৪১৫
পড়াব : বুয়েট/নটরডেম (বোর্ডস্ট
কেজি-দ্বাদশ/ 'ও/এ'/ ৯০% ম্যাথমে
ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, ইং
অমনোযোগীদেরও নিয়ে দায়ি
মাহফুজ ☎ ৮৬২০৫৭৮। সি-৩২৮
পড়াতে চাই : জসিম/ সুস্মিতা
অভিজ্ঞ ইউসুফ বুয়েট স্ট্যা
প্রাথমিক-দ্বাদশ/ ও-এ লেভে
অমনোযোগীদের যত্নসহ। ৮৬৩১১
৬৬৫৫১৩, ০১৯৩৫৯৯৮৫।
সি-৩৩০৮
পড়াব : শরীফ, বোর্ডস্ট্যান্ড (১৬
(এক্সক্যাডেট, বুয়েট), (অ
এসএসসিতে মার্কস ৯২২, এইচএস
৭১) ১ম থেকে ইন্টারের সায়ে
বইসহ সকল বিষয় উন্নতমা
হ্যান্ডনোট দিয়ে পড়াব।
১১৮২৮২১৪৮ (টিএন্ডটি)। সি-৩৮
পড়াতে চাই : বুয়েট স্টুডেন্ট (
টার)। তৃতীয়-দ্বাদশ, বাংলা-ইং
মিডিয়ামের স্টুডেন্টদের যত্নসহ
পড়াব। পারভেজ- ০১৭৯৪৬৭
১৮২১০৬৫৭। সি-৩৩৮২
চাই : ডিকারুন
হলিক্রস, ভিকারুননিসা, মানার
নারোল্ড, উইলসপিটাল,
দয়ানসহ- 'এ' লেভেল, উম্মাঃ স